Remove Watermark Now

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০৮,মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd
যুউঅ, বাংলা

স্মারক নং-৩৪.০১.০০০০.০২৬.৩৩.০৬৩.১৭- ১৮২

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
১০ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়: **অনুন্নয়ন খাত হতে অনুদানের জন্য যুব সংগঠনের মনোনয়ন প্রস্তাব প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠন সমূহকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরেও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন খাত থেকে অনুদান বিতরণ/বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা অনুযায়ী অনুদান প্রদান করা হবে। সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট যুবসংগঠনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণপূর্বক অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা **(যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটেও www.dyd.gov.bd পাওয়া যাবে)** অনুসরণ করে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।আবেদনকৃত সংগঠনটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক অবশ্যই নিবন্ধন/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হতে হবে। নীতিমালা বহি:র্ভুত কোন যুবসংগঠনের প্রস্তাব এবং ইতোপূর্বে রাজস্বখাত থেকে অনুদানপ্রাপ্ত যুবসংগঠনের প্রস্তাব প্রেরণ করা যাবে না। প্রস্তাবের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:-

ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধন/স্বীকৃতির সত্যয়িত অনুলিপি
খ) সংশ্লিষ্ট জেলা অনুদান কমিটির সভার কার্যবিবরণী
গ) যুব কার্যক্রমের সাথে আবেদনকারী সংগঠনটি সম্পৃক্ত এমর্মে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন
ঘ) যুব সংগঠনের হালনাগাদ অডিট রিপোর্ট

০২। এতদসংক্রান্ত অনুদান বিতরণ/বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক এবং উল্লেখিত কাগজপত্র সংযুক্ত করে প্রতি জেলা থেকে ০২টি (০১টি মূখ্য ও ০১টি বিকল্প) , ঢাকা বিভাগীয় সিটি কর্পোরেশন থেকে ০৮টি (০৪টি মূখ্য ও ০৪টি বিকল্প) ও অন্যান্য বিভাগীয় সিটি কর্পোরেশন থেকে ০২টি (০১টি মূখ্য ও ০১টি বিকল্প) করে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত প্রস্তাব **আগামী ৩০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।**

সংযুক্তি :
০১। আবেদন ফরম ০১ (এক) পাতা
০২। নীতিমালা ০৩(তিন) পাতা

১০/১২/২০২০

(আব্দুল লতিফ মোল্লা)
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
বাস্তবায়ন,মনিটরিং ও যুবসংগঠন
ফোনঃ ৯৫৬০৭৬১।

উপপরিচালক
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,.....(সকল) জেলা

স্মারক নং-৩৪.০১.০০০০.০২৬.৩৩.০৬৩.১৭- ১৮২

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
১০ ডিসেম্বর ২০২০

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):
০১। পরিচালক.....(সকল),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০২। জেলা প্রশাসক .....(সকল) জেলা
০৩। উপসচিব (যুব), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০৪। সহকারি পরিচালক, আইসিটি শাখা,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
০৫। উপজেলা/থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,.....উপজেলা..... (সকল) জেলা।
০৬। অফিস কপি।

(মো: আতিকুজ্জামান খান)
সহকারি পরিচালক(বাস্তবায়ন)
ফোন নং: ০২-৯৫৫৯৮৩৪

Remove Watermark Now

আবেদন ফরম

০১।	যুবসংগঠনের নাম	:		
০২।	ঠিকানা	:	গ্রাম:	ডাকঘর:
			উপজেলা:	জেলা:
			মোবাইল নং:	ই-মেইল নং: (যদি থাকে)
০৩।	যুবসংগঠন প্রতিষ্ঠার তারিখ	:		
০৪।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধন/স্বীকৃতি নম্বর	:		
০৫।	যুবসংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যা	:		
০৬।	যুবসংগঠনের নির্বাহী সদস্য সংখ্যা (তাদের নাম পৃথক সিটে দিতে হবে)	:		
০৭।	কর্মক্ষেত্রের বর্ণনা	:		
০৮।	যুবসংগঠনের কার্যক্রমের বর্ণনা (প্রয়োজনে আলাদা কাগজে বিবরণ সংযোজন করতে হবে)	:		
০৯।	যে প্রকল্পের জন্য অনুদান চাওয়া হয়েছে তার নাম ও ধরণ	:		
১০।	প্রকল্পের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজে বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে)	:		
১১।	কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা(পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের বয়স ও নাম পৃথকভাবে দিতে হবে)	:		
১২।	কার্যক্রমের জন্য প্রস্তাবিত মোট ব্যয়	:		
১৩।	প্রস্তাবিত তহবিলের উৎস	:		
১৪।	ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা	:		
১৫।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হতে ইতোপূর্বে কোনো অনুদান পেয়ে থাকলে তার বিবরণ	:		
১৬।	যুবসংগঠনের গত অর্থবছরের আর্থিক হিসেবের (আয়-ব্যয় বিবরণী)	:		
১৭।	যুবসংগঠনের হালনাগাদ অডিট রিপোর্ট	:		

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক
স্বাক্ষর ও সীল

সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের স্বাক্ষর:

(ক) সদস্য সচিব (খ) সভাপতি

বি: দ্র: যুবসংগঠনের হালনাগাদ অডিট রিপোর্ট , অনুদানের অর্থ যে কর্মসূচিতে ব্যয় করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ ও নীতিমালার আলোকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

pdfelement

Remove Watermark Now

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠনসমূহের মধ্যে অনুন্নয়ন খাত হতে অনুদান বিতরণ/বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা (সংশোধিত)।

দেশের মোট জনগোষ্ঠির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ১৮ হতে ৩৫ বছর বয়সের তরুণ। জনসমষ্টির এ অংশ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একদিকে যেমন কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম, অপরদিকে তারাই এ পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলাফলের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী । দেশের সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে যুবগোষ্ঠির সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া উচিত। এ কারণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সকল বেসরকারি যুবসংগঠন /প্রতিষ্ঠানের যুব কার্যক্রমকে সমন্বয় করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। বেসরকারি যুবসংগঠন/প্রতিষ্ঠান যাতে যুব নীতিমালার অনুকূলে কার্যক্রম গ্রহণ করে যুবদের স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে অনুপ্রাণিত করে, সেজন্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সবসময় প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে। বেসরকারি যুবসংগঠন /প্রতিষ্ঠান যাতে এলাকাভিত্তিক সমাজ উন্নয়ন এবং যুব উন্নয়ন কমসূচি গ্রহণপূর্বক গঠনমূলক উৎপাদনমূখী দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির সার্বিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারে সেজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বেসরকারি যুবসংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে সচেষ্ট। সরকারি উন্নয়ন তৎপরতার পাশাপাশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান যাতে উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যথোপযুক্ত উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের পর্যায়ে বিভিন্ন যুবসংগঠনকে অনুন্নয়ন খাত হতে অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুদানের যোগ্যতা :

০১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন খাত হতে অনুদান পেতে হলে যুবসংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হতে হবে।

০২। যেসব স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাত অথবা অনুন্নয়ন খাত হতে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুদান পেয়েছে ঐ সব যুবসংগঠন পুনরায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতের আওতায় অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবে না।

০৩। অনুদানের আবেদনপত্রের সঙ্গে যুবসংগঠনের বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট, যুবসংগঠনের বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের বিবরণী থাকতে হবে।

০৪। যেসব স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠন যুব উন্নয়ন কর্মসূচি/কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত এবং যুব কল্যাণের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ করবে তারাই অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে।

০৫। যেসব যুবসংগঠন দৃষ্টান্তমূলক যুব কর্মসূচি /প্রকল্প গ্রহণ করে অন্য সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে যুব কর্মসূচি গ্রহণে অনুপ্রাণিত বা উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

০৬। যুব কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করে যেসব সংগঠন স্থানীয় প্রযুক্তি, কাঁচামাল ইত্যাদি ব্যবহার করে যুবদেরকে স্বাবলম্বী করতে সাহায্য ও সহযোগিতা করে সেসব যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান অনুদান পেতে পারে।

০৭। যেসব যুব সংগঠন সার্বিকভাবে যুবদের সংগঠিত করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

০৮। যেসব যুব সংগঠন যুব জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণার্থে সৃজনশীল কর্মকান্ড, কমিউনিটি উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

Remove Watermark Now

০৯। যেসব যুব সংগঠন যুবদের সুস্থ ও সৃজনশীল মানসিকতা গড়ার জন্য পাঠাগারসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে এবং স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত তথ্য দেশের জন্য সুদূরপ্রসারি প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে।

১০। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে অনুদান /গ্রান্টের অর্থ যে কর্মসূচিতে ব্যয় করা হবে তার একটি বিবরণ আবেদনপত্রের সাথে পেশ করতে হবে।

১১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুদান বা গ্রান্ট পেতে হলে সংশ্লিষ্ট যুবসংগঠনের সংবিধান উপবিধি অনুসারে বর্তমান কার্যক্রমের তালিকা অবশ্যই আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত কর্মচারি কারিগরি বা অন্যান্য এমনকি বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী থাকলে তাদের বেতন উৎস অবশ্যই আবেদনপত্রে পেশ করতে হবে।

১২। যুবদের কল্যাণে বাস্তবমূখী কাজ করছে এবং সত্যিকারভাবে যুবসমাজ তা থেকে উপকৃত হচ্ছে সেসব যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১৩। পুরাতন নিবন্ধীকৃত যুব সংগঠনকে সক্রিয় কাজের জন্য অনুদান প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১৪। পঙ্গু, দু:স্থ, অসহায় (১৮-৩৫) বছর বয়সী কোনো যুব আত্মনিভরশীলতার লক্ষ্যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করলে বিশেষ বিবেচনায় অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে।

১৫। তাছাড়া যুবদের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্যে যে কোনো কার্যক্রম বিষয়ে পরিচালনা কমিটি অনুদান প্রদানের জন্য বিবেচনা করতে পারবে।

<u>অনুদানের শর্তাবলি:</u>

০১। সংগঠন/সংস্থার কার্যক্রম, পরিধি, সদস্য সংখ্যা প্রভৃতি অনুদান প্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুদান প্রদানের জন্য যুব সংগঠন/সংস্থাগুলোকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

ক) জাতীয়ভিত্তিক যুব সংগঠন
খ) আঞ্চলিক যুব সংগঠন
গ). স্থানীয় যুব সংগঠন

ক) জাতীয়ভিত্তিক যুব সংগঠন হলে সংগঠনের কার্যক্রম একাধিক জেলায় থাকতে হবে এবং যুবসমাজ উক্ত কার্যক্রমের দ্বারা উপকৃত হতে হবে এবং কমপক্ষে ৩(তিন) বছর সক্রিয়ভাবে যুব উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

খ) আঞ্চলিক যুব সংগঠনগুলোর একাধিক এলাকায় অবশ্যই সক্রিয় শাখা থাকতে হবে এবং ২ (দুই) বছর সক্রিয়ভাবে কাজ করার প্রমাণ থাকতে হবে।

গ) স্থানীয় যুব সংগঠনগুলোর সক্রিয়ভাবে কমপক্ষে ২ (দুই) বছর কাজ করার প্রমাণ থাকতে হবে।

০২। জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় যুব সংগঠনের জন্য একই প্রকার অনুদান প্রদান করা হবে।

০৩। অনুদানের জন্য নির্ধারিত অর্থ ব্যাংক মেয়াদি/চলতি হিসাবের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমকর্তা পরিচালনা করবেন।

০৪। অনুদানের জন্য দেয় অর্থ প্রাইজবন্ড/নগদে/ক্রসচেকের মাধ্যমে যুব সংগঠনগুলোকে দেয়া যেতে পারে। তবে এজন্য সংগঠন/সংস্থার নিজস্ব প্যাড সিল ইত্যাদির মাধ্যমে অনুদান গ্রহণকারীকে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কমকর্তা যথাযথ পরিচিতি গ্রহণপূর্বক অনুদানের চেক/প্রাইজবন্ড হস্তান্তর করবেন।

Remove Watermark Now

০৫। যেসব যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান সরকারি দপ্তরের সঙ্গে নিবন্ধীকৃত এবং তাদের কর্মসূচির কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ যুব উন্নয়ন কমকান্ডে /কার্যক্রমের সাথে জড়িত সেসব যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

০৬। আবেদনপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পরিদর্শন রিপোর্ট অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

০৭। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে অনুদান পেতে হলে কর্মসূচির জন ব্যয়িত অর্থের কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে মিটাতে হবে এবং প্রাপ্ত অনুদান অন্য কোন কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না।

০৮। অনুদানের টাকা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি দ্বারা পরিদর্শনকালীন অবশ্যই দেখাতে হবে।

০৯। অনুদানের টাকা কোনো দালান-কোঠা , ঘর-বাড়ি নির্মাণ কিংবা মেরামত কাজে ব্যয় করা যাবে না।

১০। অনুদান পরিচালনা ও অনুদান বা গ্রান্ট প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অনুদান পরিচালনা কমিটি থাকবে। কমিটি ৮(আট) সদস্য বিশিষ্ট হবে। কমিটির একজন সভাপতি ও একজন সদস্য সচিব থাকবে। সভাপতি হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং সদস্য সচিব হিসেবে পরিচালক(বাস্তবায়ন,মনিটরিং ও যুবসংগঠন) কাজ করবেন। বাকী ৬ জন সদস্য হলেন-যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক(প্রশাসন ও অথ), পরিচালক(পরিকল্পনা), পরিচালক (প্রশিক্ষণ), পরিচালক(দা:বি: ও ঋণ), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপসচিব(যুব) এবং যুব উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত একজন ব্যক্তিত্ব (মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতি জেলার জন্য ০১টি ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জন্য ০৪টি এবং অবশিষ্ট ০৭টি বিভাগীয় সিটি কর্পোরেশনের (চট্টগ্রাম,রাজশাহী, খুলনা,সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ) জন্য ০১টি করে যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে মনোনীত করবে।

১১। অনুদান পরিচালনা ও অনুদান বা গ্রান্ট প্রদানের জন্য জেলা পর্যায়ে একটি অনুদান পরিচালনা কমিটি থাকবে। কমিটি ৪(চার) সদস্য বিশিষ্ট হবে। কমিটির একজন সভাপতি ও সদস্য সচিব থাকবে। সভাপতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি এবং সদস্য সচিব হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক কাজ করবেন। বাকী ০২ জন সদস্য হলেন- সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং উপপরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। জেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা ও বিভাগীয় সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত যুব সংগঠনকে অনুদানের জন্য সুপারিশ করবে।

pdfelement